রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ১৯, ২০০৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৯ অক্টোবর ২০০৬/০৪ কার্তিক ১৪১৩

এস, আর, ও নং ২৭০-আইন/২০০৬।—Dhaka Metropolitan Police Ordinance, 1976 (Ordinance No. III of 1976) এর section 109 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই বিধিমালা ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (কর্মকর্তাদের প্রাধিকার) বিধিমালা, ২০০৬ নামে অভিহিত হইবে।

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

(ক) **"অধ্যাদেশ"** অর্থ Dhaka Metropolitan Police Ordinance, 1976 (Ordinance No. III of 1976);

(খ) **"অতিরিক্ত কমিশনার"** অর্থ অধ্যাদেশের ধারা ৭(২) এর অধীন নিযুক্ত ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার;

(গ) **"অধস্তন কর্মকর্তা"** অর্থ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ইন্সপেক্টর, সার্জেন্ট, সাব-ইন্সপেক্টর, এ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর, হেড কনস্টেবল, নায়েক ও কনস্টেবল;

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

(ঘ) **"উপ-কমিশনার"** অর্থ অধ্যাদেশের ধারা ৭(২) অধীন নিযুক্ত ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ-পুলিশ কমিশনার এবং ক্ষেত্রমত, যুগ্ম-পুলিশ কমিশনারও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঙ) **"উর্ধ্বতন কর্মকর্তা"** অর্থ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশে কর্মরত সহকারী পুলিশ কমিশনার ও তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা;

(চ) **"কমিশনার"** অর্থ অধ্যাদেশের ধারা ৭(১) এর অধীন নিযুক্ত ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার;

(ছ) **"কর্তৃপক্ষ"** অর্থ পুলিশ কমিশনার বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা;

(জ) **"কর্মকর্তা"** অর্থ অধস্তন বা উর্ধ্বতন কর্মকর্তা;

(ঝ) **"থানা"** অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act. V of 1898) এর section 4(1)(s) এর অধীন সরকার কর্তৃক ঘোষিত এবং নির্ধারিত এলাকা যা প্রধানতঃ পুলিশের তদন্ত ইউনিট;

(ঞ) **"ফৌজদারী কার্যবিধি"** অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act. V of 1898);

(ট) **"সহকারী কমিশনার"** অর্থ অধ্যাদেশের ধারা ৭(২) এর অধীন নিযুক্ত ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সহকারী পুলিশ কমিশনার এবং , ক্ষেত্রমত, অতিরিক্ত উপ-কমিশনারও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

৩। **ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কর্মকর্তার প্রাধিকার।**—ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির দরবারে উপস্থিত হইতে পারিবেন, যথা ঃ—

(ক) বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পুলিশ) ক্যাডারের কর্মকর্তা; এবং

(খ) রাষ্ট্রপতির নিকট হইতে পুরষ্কার প্রাপ্ত সকল কর্মকর্তা।

৪। **ইন্সপেক্টরদের প্রাধিকার।**—(১) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কোন ইন্সপেক্টর, কমিশনারের পূর্বানুমোদনক্রমে, রাষ্ট্রপতির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুমতি চাহিতে পারিবেন, তবে তাহাকে এইরূপ সাক্ষাৎ করিবার সুস্পষ্ট কারণ বর্ণনা করিয়া তাহাকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করিতে হইবে।

(২) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কোন ইন্সপেক্টর তাহার এখতিয়ারাধীন এলাকার মধ্যে অবস্থিত কোন বিমানবন্দর, রেল বা স্টিমার স্টেশনে রাষ্ট্রপতি কিংবা মন্ত্রীবর্গের আগমনকালে তাহাদের সহিত সৌজন্য সাক্ষাৎ করিতে ও পরিচিত হইতে পারিবেন।

(৩) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কোন ইন্সপেক্টর, ইন্সপেক্টর জেনারেল কিংবা কমিশনার কর্তৃক আহবানকৃত কোন মিলনী সভায় (Raising Day Reception) আমন্ত্রণ পাইবেন।

(৪) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের একজন ইন্সপেক্টর, তাহার উর্ধ্বতন পদের কোন কর্মকর্তার সম্মুখে হাজির হইবার ক্ষেত্রে, শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সমন প্রাপ্ত হইয়া হাজির ব্যতীত, চেয়ারে বসিবার অধিকারী হইবেন।

৫। **সাব-ইন্সপেক্টরের প্রাধিকার।**—সাব-ইন্সপেক্টরগণ যখন তাহাদের অপেক্ষা উর্ধ্বতন পদের কোন কর্মকর্তার সম্মুখে হাজির হইবেন তখন, নিম্নবর্ণিত দাপ্তরিক উপলক্ষ্য ব্যতীত, তাহারা চেয়ারে বসিবার অধিকারী হইবেন, যথাঃ—

(ক) অর্ডারলি কক্ষ;

(খ) আদালত;

(গ) দাপ্তরিক রিপোর্ট প্রস্তুতকরণ সময়ে; এবং

(ঘ) স্বাক্ষর বা আদেশের জন্য রেজিস্টার বা কাগজপত্র উপস্থাপনকালীন সময়ে।

৬। **জনহিতকর কার্যক্রমে অংশগ্রহণ।**—(১) বিধি ৭ এর বিধানাবলী সাপেক্ষে, পুলিশ কর্মকর্তাগণ সর্বদা জনহিতকর কার্যক্রমে সহায়তার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন ঃ

তবে শর্তে যে, উক্তরূপ সহায়তার ফলে পুলিশ কর্মকর্তা হিসাবে তাহার কর্মে কোন দায়-দায়িত্ব সৃষ্টি বা হস্তক্ষেপের সামিল হয় এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি করা যাইবে না।

(২) সহকারী কমিশনার পদমর্যাদার ও উহার নিম্নের পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা কোন স্থানীয় কমিটির কোন পদ গ্রহণের পূর্বে তিনি যে উপ-কমিশনারের অধীন চাকুরীতে ন্যস্ত রহিয়াছেন অবশ্যই তাহার অনুমতি গ্রহণ করিবেন এবং উক্ত উপ-কমিশনার কর্তৃক নির্দেশিত হইলে যে কোন সময় তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত পদ ত্যাগ করিবেন।

(৩) কমিশনার তাহার অধীন কর্মরত কোন কর্মকর্তাকে উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত কোন পদ হইতে ইস্তফা দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারিবেন।

৭। **চাঁদা সংগ্রহ ও টাকা দাবী।**— ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী, যে উদ্দেশ্যেই হউক না কেন, কোন ব্যক্তির নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ বা টাকা দাবী করিবেন না।

৮। **অস্ত্র আইনের কার্যকরতা হইতে অব্যাহতি।**—(১) একজন পুলিশ কর্মকর্তা সরকারী দায়িত্ব পালনকালে সরকার কর্তৃক সরবরাহকৃত বা ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহকৃত কোন অস্ত্র বা গোলাবারুদ বহন সম্পর্কিত Arms Act, 1878 এর section 1(b) এর অধীন বিধি নিষেধ ও নির্দেশনা হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত বলিয়া গণ্য হইবেন এবং হাতিয়ার হিসাবে তাহার অধিকারে থাকা রিভলবার বা পিস্তলের জন্য কোন লাইসেন্স গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হইবে না।

(২) সরকারের আদেশ নং ৩৮৬৩ পি, জে, 'তারিখ ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯২০ এর অধীন স্বীকৃত প্যাটার্নের রিভলবার বা পিস্তল সাব-ইন্সপেক্টর বা সার্জন বা তদূর্ধ্ব কোন পদের পুলিশ কর্মকর্তার হাতিয়ারের অংশ হইবে।

(৩) অবসর গ্রহণের পর, কতিপয় আনুষ্ঠানিকতার উপলক্ষে ইউনিফর্ম পরিধানের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত হইলে, কোন অবসর প্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তাকে অবশ্যই তাহার হাতিয়ারের অংশ হিসাবে কোন রিভলবার বা পিস্তলের জন্য লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ লাইসেন্স গ্রহণ করিবার জন্য তাহাকে তাহার লাইসেন্স ফিস পরিশোধ করিতে হইবে না।

(৪) যদি কমিশনার এই মর্মে সার্টিফিকেট প্রদান করেন যে কোন পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক আমদানিকৃত অস্ত্র ও গুলি তাহার হাতিয়ারের অংশ হইবে তাহা হইলে সাব-ইন্সপেক্টর বা সার্জেন্ট বা তদূর্ধ্ব পদের ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের একজন কর্মকর্তা রিভলবার বা পিস্তল প্রতি অনধিক ১০০ রাউন্ড গুলিসহ একটি রিভলবার বা পিস্তল শুল্কমুক্তভাবে আমদানি করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, শিক্ষানবিস একজন কর্মকর্তা বা সাব-ইন্সপেক্টর হিসাবে দায়িত্বে রহিয়াছেন এইরূপ কোন কর্মকর্তাকে কোন সার্টিফিকেট প্রদান করা যাইবে না।

(৫) এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত কোন পুলিশ কর্মকর্তার প্রাধিকার চাকুরী হইতে তাহার অবসর গ্রহণ, বরখাস্ত বা অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে, ক্ষেত্রমতে, সমাপ্ত হইবে।

(৬) উপ-কমিশনার (হেডকোয়ার্টার্স) উপ-বিধি (৫) এ উল্লিখিত কর্মকর্তা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট অস্ত্র ও গোলাবারুদ সম্পর্কে ব্যক্তিগত লাইসেন্স গ্রহণ, কিংবা অন্যকোন বৈধ পন্থায় নিষ্পত্তি করা না হইলে, উক্ত অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমাকরণের বিষয়টি নিশ্চিত করিবেন।

৯। **বেত বা ছড়ি বহন।**— ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কোন কর্মকর্তা তাহার দায়িত্ব পালনকালে রেগুলেশন লাঠি ব্যতীত অন্য কোন বেত বা ছড়ি বহন করিবেন নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে,

(ক) জরুরী দায়িত্ব পালনকালে অন্যূন ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার কোন কর্মকর্তা কর্তৃক নির্দেশিত হইলে খাট লাঠি বহন করা যাইবে; এবং

(খ) সহকারী কমিশনার বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার কর্মকর্তাগণ পূর্বের অনুষ্ঠান ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে না থাকা অবস্থায় কোন আনুষ্ঠানিক পর্বে (ceremonial occasions) যোগদানের ক্ষেত্রে কেতাদুরস্ত লাঠি (swagger sticks) বহন করিতে পারিবেন।

১০। **কতিপয় কর্মকর্তা দায়িত্বরত থাকা অবস্থায় ব্যক্তিগত আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার নিষেধ।**— ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর বা সার্জন পদমর্যাদার নিম্নে কর্মকর্তাগণ দায়িত্বপালনরত থাকা অবস্থায়, ব্যক্তিগত আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করিবেন না।

১১। **ব্রিজ, ফেরি, রাস্তা ও পার্কিং টোল হইতে অব্যাহতি।**—ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কোন কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করিতে যাইবার সময় কোন ব্রিজ, ফেরি, রাস্তা ও পার্কিং টোল প্রদান করার প্রয়োজন হইলে তিনি উহা প্রদান হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

১২। **সাধারণ ভবিষ্য তহবিল।**—ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সহিত যুক্ত সকল পুলিশ কর্মকর্তা ও সিভিল স্টাফ সরকারী বিধি অনুযায়ী সরকারী ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবেন।

১৩। **দায়িত্ব পালনের জন্য রেল ও স্টিমারে ভ্রমণের আজ্ঞাপত্র** (warrants)।—ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ইন্সপেক্টর পদ মর্যাদার নিম্নের সকল পুলিশ কর্মকর্তা দায়িত্ব পালনের জন্য রেল ও স্টিমারে ভ্রমণকালে আজ্ঞাপত্র (warrants) প্রাপ্তির অধিকারী হইবেন এবং যাহার ভিত্তিতে তাহার এইরূপ ভ্রমণের টিকেট ইস্যু করিতে হইবে।

১৪। **চাকুরিচ্যুত, ইত্যাদির ক্ষেত্রে রেল ও স্টিমার ভ্রমণের জন্য আজ্ঞাপত্র প্রদান**— ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অক্ষমতার জন্য চাকুরিচ্যুত বা চাকুরির জন্য অনুপযুক্ত হিসাবে প্রদত্ত চিকিৎসা সনদের ভিত্তিতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত সকল হেড কনস্টেবল, নায়েক বা কনস্টেবল তাহার বাড়ী যাইবার জন্য রেল বা স্টিমারে ভ্রমণের ক্ষেত্রে বিনামূল্যে একটি টিকেটের আজ্ঞাপত্র পাইবার অধিকারী হইবেন।

১৫। **ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধার জন্য প্রভাব খাটানো নিষেধ।**—(১) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কোন কর্মকর্তা সরকারের অন্য বিভাগের কর্মকর্তা, কোন ব্যক্তি বা সরকারী বা বেসরকারী সংস্থার নিকট হইতে ব্যক্তিগত দাবি-দাওয়া বা দুঃখ-কষ্টের প্রতিকার চাহিয়া কোন সুযোগ-সুবিধা আদায়ের জন্য প্রভাব খাটাইবেন না।

(২) কোন কর্মকর্তা কোন সংসদ সদস্য, কোন রাজনীতিবিদ বা মন্ত্রিসভার কোন সদস্যের নিকট বদলি, পদায়ন বা অন্য যে কোন ধরনের ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হইবার জন্য তদবির করিবেন না।

(৩) কোন কর্মকর্তা তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনকালীন সময় ব্যতীত অন্য কোন সময়ে কমিশনারের সুপারিশের ভিত্তিতে ইন্সপেক্টর জেনারেলের পূর্ব-অনুমোদন ব্যতিরেকে, মন্ত্রিসভার কোন সদস্যের সহিত সাক্ষাত করিতে পারিবেন না।

১৬। **বিনা অনুমতিতে দেওয়ানী মামলা দায়ের করা নিষেধ।**— (১) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সকল পদের কর্মকর্তাগণ তাহাদের দায়িত্ব পালনের সহিত সম্পর্কিত কোন বিষয়ে কমিশনারের নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ না করিয়া কোন ব্যক্তি বা অন্য কোন পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী মামলা দায়ের করিবেন না।

(২) কমিশনার কর্তৃক উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত অনুমতি প্রদান করা কিংবা না করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি তিনি ইন্সপেক্টর জেনারেলকে অবহিত করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

জাহাঙ্গীর হোসেন চৌধুরী
উপ-সচিব(পুলিশ)।

এ, কে, এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।